Semester - V

Bengali General.

DSE- 1B বাংলাকাব্য কবিতা

Unit - II

"দুরন্ত"

কবিতা : সাবিত্রী মেয়ে

B.D.

Scanned by CamScanner

পুনশ্চ

|| ভূমিকা ||

রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় তিরিশের দশকে কল্লোল – কালিকলম – প্রগতি গোষ্ঠীর তরুণ কবিরা নতুন ধারার কবিতা লেখা শুরু করেন। এই কবিরা খুবই-সাধারণ বিষয় নিয়ে কবিতা লিখলেন। গদ্যছন্দে কবিতা লিখলেন। এই তরুণ কবিরা রবীন্দ্র-বিরোধিতা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্য লিখে পরোক্ষভাবে তরুণ কবিদের বিরোধিতার জবাব দিলেন। এই কাব্যের ~~বিষয়~~ বিষয়বস্তু হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষ, অবহেলিত তুচ্ছ মানুষ বা প্রাণীদের যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে হাজির করেছেন কবি। ফলে শালিখ, মাকড়সা, পিঁপড়ে, পথের কুকুর, ও ওবারে সোনা সবই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উঠে এসেছে। ~~তরুণকবি~~ তরুণকবিদের মতো তিনি কাব্যরীতির পরিবর্তন ঘটালেন। রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দ ব্যবহার করলেন। রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় গদ্যকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন:

"গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় এবং প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তা-ও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ হতে পারে। অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।"

Scanned by CamScanner

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কিছু কথা বাকী ছিল তাই তিনি 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থ লেখার পর 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ লিখলেন। "কোনো নিবন্ধ লেখা শেষ হয়ে গেলে যদি সব বক্তব্য বলা শেষ না হয়, কোনো পত্রে ইতি-র পরেও যদি দেখা যায় কিছু কথা অলিখিত আছে — তখন আমরা পুনশ্চ দিয়ে সেই না-বলা বাণী লিপিবদ্ধ করি। 'পুনশ্চ' দিয়ে কবি তাঁর অসম্পূর্ণ জীবনবাণীর বাকি কথা বলতে চেয়েছেন। অনুরাগের যে রঙ 'পরিশেষ' গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়নি, 'পুনশ্চ'-তে কবি তাকে রঙিন করতে চেয়েছেন। সুতরাং সহজ করে সংক্ষেপে বলা যায় যে, 'পরিশেষে' যা শেষ হয়নি, তারই জের আছে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে।"
('রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়' / ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু)

সাধারণ মেয়ে

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের পঁচিশ সংখ্যক কবিতাটির নাম 'সাধারণ মেয়ে'। রচনাকাল ২৯ শ্রাবণ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। একটি বাঙালী বঞ্চিত মেয়ের জীবনের কাহিনি এবং মেয়েটির ইচ্ছা কল্পনা এখানে চিত্রিত হয়েছে। আখ্যানধর্মী এই কবিতায় দরদি সুরে অতি সাধারণ একটি মেয়ে তার দুঃখবেদনা, বঞ্চিত হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা কথা জানিয়েছে-দরদি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে। মেয়েটি চেয়েছে যে মালতী বিদেশে গিয়ে বিদ্যা-দীপ্তি ও খ্যাতির সৌরভে পৌঁছবে। নরেশ এবং তার বান্ধবীরা মালতীর এই সম্বর্ধনার দৃশ্য দেখে জ্বলবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাস্তবে ফিরে আসে এই সাধারণ মেয়েটি। সে উপলব্ধি করে চিরদিন তার শক্তির অপচয় বোধ নিয়ে এই বঞ্চিত নারীর জীবন কাটাতে হবে।

Scanned by CamScanner

সাধারণ মেয়ে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা'।
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।

Scanned by CamScanner

পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি—
দেখলেম তুমি মহাশয় বটে—
জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে—
ভুলে গিয়েছিলেম অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে,
অল্পবয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
তারও স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও
কেমন করে প্রমাণ করবে সে,
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে।
কাঁচা বয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে,
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।

কথাটা কেন উঠল তা বলি।
মনে করো তার নাম নরেশ।
সে বলেছিল কেউ তার চোখে পড়ে নি আমার মতো।
এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করব যে সাহস হয় না,
না করব যে এমন জোর কই।

একদিন সে গেল বিলেতে।
চিঠিপত্র পাই কখনো বা।
মনে মনে ভাবি, রাম রাম! এত মেয়েও আছে সে দেশে,
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়!
আর তারা কি সবাই অসামান্য—
এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।
আর তারা সবাই কি আবিষ্কার করেছে এক নরেশ সেনকে
স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে।

গেল মেলর চিঠিতে লিখেছে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে—
বাঙালি কবির কবিতা ক' লাইন দিয়েছে তুলে,
সেই যেখানে উর্বশী উঠছে সমুদ্র থেকে—

Scanned by CamScanner

তার পরে বালির 'পরে বসল পাশাপাশি—
সামনে দুলছে নীল সমুদ্রের ঢেউ,
আকাশে ছড়ানো নির্মল সূর্যালোক।
লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বললে,
'এই সেদিন তুমি এসেছ, দুদিন পরে যাবে চলে;
ঝিনুকের দুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক্
একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে—
দুর্লভ, মূল্যহীন।'
কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গি।
সেইসঙ্গে নরেশ লিখেছে,
'কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়।'
বুঝতেই পারছ,
একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো, নাহয় তাই হল,
নাহয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন।

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্তই সাধারণ মেয়ের গল্প—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে—
অর্থাৎ, সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।

তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ওই নামটা আমার।
ধরা পড়বার ভয় নেই;
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসি জর্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।

Scanned by CamScanner

কী করে জিতিয়ে দেবে?
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি—
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।
রাখো-না কেন নরেশকে সাত বছর লণ্ডনে,
বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক্ আপন উপাসিকামণ্ডলীতে।
ইতিমধ্যে মালতী পাস করুক এম. এ.
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
গণিতে হোক প্রথম তোমার কলমের এক আঁচড়ে।
কিন্তু ওইখানেই যদি থাম
তোমার সাহিত্যসম্রাট্ নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হোক,
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,
যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চার দিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে—
শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে।
ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়—
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি,
আছে ইংরেজ জর্মান ফরাসি।
মালতীর সম্মানের জন্যে সভা ডাকা হোক-না,
বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়—
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি,
সবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি,
সৃষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।

Scanned by CamScanner

বলতে হল নিজের মুখেই,
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটে নি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।

আর তার পরে?
তার পরে আমার নটেশাকটি মুড়োল,
স্বপ্ন আমার ফুরোল।
হায় রে সামান্য মেয়ে!
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়!

২৯ শ্রাবণ ১৩৩৯

Scanned by CamScanner

২৫. সাধারণ মেয়ে: র-র-৮ [সুলভ সং-১৩৯৫], পৃ: ২৮০-৮৩। প্রথমছত্র: 'আমি অন্তঃপুরের মেয়ে'। ছত্রসংখ্যা: ১৩৫, স্তবক: ১১ [৯+৮+১০+৫+৮+২৬+১১+৭+২৭+১৯+৫]

রচনাকাল ও স্থান: ২৯ শ্রাবণ ১৩৩৯ [১৪ আগষ্ট ১৯৩২] শান্তিনিকেতনে রচিত।

পাণ্ডুলিপি/পৃষ্ঠা: ৫/৫৪, ১২/৮।

প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

সমকালীন মানস পরিমণ্ডল: পূর্ববর্তী 'কোপাই' [১-সংখ্যক] কবিতার আলোচনায় প্রাসঙ্গিক অংশ দ্রষ্টব্য।

গল্পিকাধর্মী গদ্যকবিতা।

কবিকর্তৃক 'সঞ্চয়িতা'-য় সংকলিত।

Pratima Biswas-কৃত ইংরেজি তর্জমা 'An Ordinary Woman' [I am a woman who stays at home]: Some Songs and Poems from Rabindranath Tagore.

অরবিন্দ বোস-কৃত তর্জমা 'Let me here put in aside]: Later Poems of Rabindranath Tagore.

উল্লেখ্য উদ্ধৃতি: ১. একজনের মন ছুঁয়েছিল / আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া। ২. অল্পবয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে। ৩. কাঁচাবয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,/ মন যায়না সত্যের খোঁজে,/ আমরা বিকিয়ে যাই 'মরীচিকার দামে/ ৪. ঝিনুকের দুটি খোলা,/ মাঝখানটুকু ভরা থাক্ / একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে— / দুর্লভ, মূল্যহীন। ৫. হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়। ৬. মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই / এমন ধন নেই আমার হাতে। ৭. পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,/ নিতান্তই সাধারণ মেয়ের গল্প —। ৮. ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে। ৯. হায় রে সামান্য মেয়ে! / হায়রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়!

অভিমত: ১. "....নিপুণ নিটোল হৃদয়ভেদী রচনা।" [-সুকুমার সেন, বা-সা-ই-৪, পৃ: ১৫০।

২. " 'সাধারণ মেয়ে'-র মধ্যে কাব্যের অসাধারণত্বের ছাপ স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।'

[-সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, পৃ: ১৪৫]

৩. " লঘুসুরে অর্ধজাগ্রত কল্পনায় স্তিমিত চেতনায় গল্পবলার ভঙ্গিতে আখ্যান রচনা।" [-নীহার রঞ্জন রায়, র-সা-ভূ, পৃ: ২০২]

৪. " 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় আধুনিক কালের শিক্ষা-সংস্কৃতির আভিজাত্য নেই এমন

Scanned by CamScanner

অত্যন্ত সাধারণ নারীর স্বপ্ন ও আশা কবি সহানুভূতি দিয়ে অনুভব করেছেন, যেমন করেছে
'পলাতকা'-য়। এ-ও ঘটনা-প্রধান নয়, কাল্পনিক চিত্র এবং নারীসুলভ ভঙ্গিমাময় গীতাত
বাক্য এবং আদ্যন্ত করুণের ছায়া বিস্তার করেছে। অবহেলিত অতি সাধারণ নারীর ম
অসাধারণতা প্রদর্শনের জন্য শরৎচন্দ্র তখন খ্যাতির উচ্চ আসনে। রবীন্দ্রনাথ নারীমানে
এ চিত্রাঙ্কনে তৎকালের শরৎচন্দ্র-উদ্বোধিত বাঙালির অভিলাষকে যেমন মান্য করেছেন, তে
তাঁর স্বকীয় কাব্য কল্পনাও যোগ করে দিয়েছেন।"

[-ক্ষুদিরাম দাস, চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, পৃ: ২৪১]

Scanned by CamScanner

বিষয়বস্তু

‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতাটি দীর্ঘায়ত। দশটি স্তবকে এর কাহিনি বা বিষয়বস্তু বিন্যস্ত। এক অখ্যাত, অতি সাধারণ মেয়ে তার মনের দুঃখবেদনা, বঞ্চিত হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছে দরদি কথাশিল্পী শরৎবাবুকে। সে শরৎসাহিত্যের অনুরাগিণী। তাঁর সর্বশেষ গল্পগ্রন্থটিও সে পড়েছে। বইটির নাম ‘বাসি ফুলের মালা’। এই গল্পের নায়িকা এলোকেশীকে তিনি মহত্ত্বের রঙে এঁকেছেন। এক অসমবয়সীর সঙ্গে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাকে জিতিয়ে দিয়েছেন (প্রথম স্তবক)।

নিজের কথা জানাতে চেয়ে মেয়েটি বলেছে তার বয়স কম। তার কাঁচা বয়সের লাবণ্য একজনের মন ছুঁয়েছিল। মেয়েটির মনেও ছেলেটিকে ঘিরে প্রথম যৌবনের পুলক জেগেছিল। সে তখন ভুলে গিয়েছিল যে সে অতিসাধারণ মেয়ে। তার মতো যৌবনবতী আরও অসংখ্য মেয়ে আছে (দ্বিতীয় স্তবক)।

Scanned by CamScanner

মেয়েটির শরৎবাবুর কাছে বিশেষ অনুরোধ, তিনি যেন একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখেন। এমন যার ভেতরে জমা আছে অনেক দুঃখ। অথচ তার স্বভাবের গভীরে কোনো অসাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকলেও সে প্রকাশ করতে পারে না। কেউ তা ধরতেও পারে না। কেউ যদি আসে তারও চোখে নগণ্যতার লাগে। অন্তরের সত্যকে জানার চেষ্টা করে না। আর তার ফলে বাইরের সৌন্দর্য ও লাবণ্যের দামেই বিকিয়ে যায় *(তৃতীয় স্তবক)*।

সাধারণ মেয়েটি তার নিজের জীবনেরই এক অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। একটি ছেলে, ধরা যাক, তার নরেশ। মেয়েটি একসময় তার চোখে অতুলনীয়া বলে গণ্য হয়েছিল। একথা সেই সময় মেয়েটির যেমন বিশ্বাস করতে সাহস হয়নি, তেমনি অবিশ্বাস করার মতো বাস্তব বুদ্ধি বা মনের জোরও ছিল না *(চতুর্থ স্তবক)*।

এরপর নরেশ একদিন বিলেত গেল। মেয়েটির কাছে মাঝে মাঝে চিঠি আসে। চিঠি পড়ে সাধারণ মেয়েটি অবাক হয়। ভাবে ওদেশে এতো বুদ্ধিমতী, উজ্জ্বল, অসামান্য মেয়ে আছে আর তারা সকলেই কী করে নরেশের প্রতিভাকে আবিষ্কার করে মুগ্ধ হয়। কারণ নরেশ নিজের দেশে ছিল দশজনের ভিড়ের মধ্যে একজন নগণ্য মানুষ মাত্র *(পঞ্চম স্তবক)*।

মেয়েটি শেষ ডাকে নরেশের একটি চিঠি থেকে জেনেছে লিজি নামে এক বিদেশিনীর সঙ্গে সমুদ্রস্নানে কথা। নরেশ একজন বাঙালি কবির কবিতা উদ্ধৃত করে উর্বশীর সমুদ্র থেকে উঠে আসার সঙ্গে লিজির তুলনা করেছে। স্নানের পর তারা দুজনে সমুদ্রতটে বালির ওপর পাশাপাশি বসেছে। তাদের চোখের সামনে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠানামা। আকাশে নির্মল সূর্যের আলো। সেইসময় লিজি তাকে কোমল সুরে বলেছে হৃদয়ের কথা। নরেশের সঙ্গ পেয়েছে সে অল্পদিন, তবু তাদের এই ক্ষণিক অন্তরঙ্গতার স্মৃতি ঝিনুকের মধ্যে জমাট অশ্রুবিন্দুরূপ মুক্তার মতো দুর্লভ ও অমূল্য হয়ে থাক। নরেশের মনে হয়েছে কথাগুলো হয়তো বানানো, কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই। কারণ 'হীরে বসানো সোনার ফুল' সত্যিকারের ফুল না হলেও সুন্দর এবং দামী তো বটে। এইভাবে সে যেন কাঁটার মত খোঁচা দিয়ে বুঝিয়ে দেয় তার পূর্ব প্রণয়িনী কত সাধারণ মেয়ে। এই কথায় মেয়েটি ব্যথা পায়। অথচ মূল্যবান মানুষের কাছে দামী হয়ে ওঠার মতো কোনো সম্পদ তো মেয়েটির নেই। সে তো সত্যিই অতি সাধারণ মেয়ে। নিজের নারীত্বের ঐশ্বর্য না থাকার জন্য চিরজীবন ঋণী থাকার দায়ও স্বীকার করেছে মেয়েটি। *(ষষ্ঠ স্তবক)*

সেইসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে এক 'সাধারণ মেয়ে'কে নিয়ে গল্প লিখতে, যে মেয়েকে বহু অসাধারণ মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়। প্রেমে বা অন্য কাজে তিনি যেন গল্পের সাধারণ মেয়েটিকে জিতিয়ে দেন। সে নিজে বাস্তবে পরাজিত হলেও গল্পের মেয়েটির সেই কাহিনি পড়ে গর্বে তার বুক ফুলে উঠবে। সে শতকণ্ঠে লেখককে সাধুবাদ জানাবে *(সপ্তম স্তবক)*।

মেয়েটির অনুরোধ, গল্পের মেয়েটির নাম রাখা হোক মালতী। এই নামটি তার নিজের। কিন্তু তাকে কেউ চিনবে না। কারণ বাংলাদেশে ওই নামে বহু মেয়ে আছে। তারা সাধারণ মেয়ে, ফরাসি, জার্মান জানে না, শুধু কাঁদতে জানে *(অষ্টম স্তবক)*।

দরদি লেখক হয়তো মেয়েটিকে শকুন্তলার মতো চরম দুঃখের সাধনায় জিতিয়ে দেবেন। কিন্তু সেই জয় তার কাঙ্ক্ষিত নয়। বরং সে চায় বাস্তবে মালতীর মতো সাধারণ মেয়েরা যে অসম্ভব বর ভগবানের কাছে চেয়ে পায় না, কথাশিল্পী যেন তাঁর নায়িকার জীবনে তা সম্ভব করে তোলেন। তার বাসনা, নরেশ সাত বছর লন্ডন থেকে বারবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হোক। মুগ্ধ নায়িকাদের নিয়ে সে ভালোবাসায় দিন কাটাক। সেই সময় মালতী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত বিষয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এম. এ. পাশ করুক। তারপরে যেন তাঁর কল্পনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। মালতী নামে সাধারণ মেয়েটি বাস্তবজীবনে বহু দুঃখ, বঞ্চনা ভোগ করেছে। কিন্তু কল্পনায় কথাসাহিত্যিক যেন তাঁর কলমের জাদুতে গল্পের মালতীকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দেন। মালতী ইউরোপ যাবে। পাশ্চাত্যের জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতেরা তার নারীত্ব স্বীকার করবে। স্বদেশের লোক অন্ধ বলে সাধারণ মেয়ের অসাধারণত্ব তাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু বিদেশির সন্ধানী দৃষ্টিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরা পড়বে। গল্পের মালতীকে সম্মান জানাবার চেষ্টায় খ্যাতনামা ব্যক্তিরা একটি সভার আয়োজন করবেন। সেখানে প্রশংসার বন্যা বইবে। আর তার মধ্য দিয়ে মালতী ঢেউয়ের ওপর দিয়ে নৌকোর মতো অবহেলাভরে এগিয়ে যাবে। সকলে কানাকানি করে বলবে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে ভারতের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রোদ এক

Scanned by CamScanner

নাটকীয়তা

কবিতাটির মধ্যে উপস্থাপনার বৈচিত্র্য আছে। গঠনগত দিক থেকে প্রথমেই চোখে পড়ে এর কাহিনি বা বিষয়বস্তু দশটি স্তবকে বিন্যস্ত। এর মধ্যে নবম স্তবকটি দীর্ঘায়ত। এর কারণ, নায়িকার কথা বা গল্প রচনার প্রয়োজনে এই অংশে প্রায় চরমে পৌঁছেছে। অন্যদিকে কাহিনির 'ক্লাইম্যাক্স' বা শীর্ষবিন্দু এই স্তবকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নায়িকার আত্মপরিচয় দান, স্মৃতিচারণা, প্রেমিক নরেশের সম্পর্কে বিতৃষ্ণা, 'মালতী' নামে গল্পের নারীকে ঘিরে স্বপ্ন দেখা, বিষাদময় সমাপ্তি—সব কিছুই আদ্যন্ত নাটকীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়েছে। নাটকীয় গতির ঝলকে দ্রুত অথচ চমকপ্রদভাবে কাহিনির নিষ্পত্তি ঘটেছে। আখ্যান বর্ণনার মন্থরতা হ্রাস পেয়েছে।

আত্মকথন ভঙ্গি

উপন্যাসে আত্মকথন ভঙ্গি সুপরিচিত। উইলকি কলিন্সের 'Woman in White', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' ইত্যাদি উপন্যাসে তা বহু ব্যবহৃত। কিন্তু বাংলা কবিতায় এই রীতির প্রথম প্রয়োগ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের হাতে। সমকালের খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় লেখক শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে সাধারণ মেয়ে 'অন্তঃপুরের মেয়ে' বলে আত্মপরিচয় দিয়ে নিজের কাহিনি শুরু করেছে। এই আত্মপরিচয়দানের মাধ্যমে চরিত্রটি তার সূক্ষ্ম কল্পনা, উজ্জ্বল বুদ্ধিমত্তা এবং idea বা নতুন ভাবনা বিস্তারের ক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এই ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীলতার নির্দেশক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় অ্যান্টন চেকভের অভিমত—"An artist observes, selects, guesses, combines—these in themselves pre-suppose questions; if from the very first he had not put a question to himself, there would be nothing to define nor to select"। মেয়েটি শরৎচন্দ্রের 'বাসি ফুলের মালা' গল্পটি পড়ে প্রথমে লক্ষ করেছে কীভাবে লেখক নায়িকাকে জিতিয়ে দিয়েছেন—"দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে, জিতিয়ে দিলে তাকে"। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'অন্তঃপুরের নারী'র প্রকৃত অবস্থা সে প্রথমে অনুভব করেছে। তারপর কল্পনার বিস্তৃত ক্ষমতায় কীভাবে একটি সাধারণ মেয়েকে 'বিশ্ববিজয়িনী' করে তোলা যায় তার নিখুঁত বিবরণ দিয়েছে। এদিক থেকে সে যেন একজন সৃজনশীল নারী হয়ে উঠেছে।

বাক্‌দীপ্তি

কবিতাটির সর্বত্র বাক্‌দীপ্তিতে উজ্জ্বল। স্বগত বা একক সংলাপে মেয়েটির দুঃখকথা বিবৃত। কিন্তু কোথাও তা ক্লান্তিকর মনে হয় না। কারণ একটি প্রিজম বা ত্রিশী কাঁচের মতো মেয়েটির মনটিকে কবি প্রকাশ করেছেন

Scanned by CamScanner

'প্রিজন্‌' থেকে স্যাঁতসেঁতে আলোর মতো মেয়েটির মনের নানা ভাব বাক্যের নানা রঙে প্রকাশ পেয়েছে। কোথাও আছে সূক্ষ্ম কৌতুক—"মেনেছিলাম তুমি মহাপ্রাণ বটে, জিতিয়ে দিলে তাকে", কোথাও আছে সূক্ষ্ম অনুযোগ—"একদিন অর্ধ ছুঁয়েছিল আমার এই কালো সন্ধ্যার ঘায়া"। কখনও কণ্ঠস্বর বিষাদে গম্ভীর—"তোমাকে দেব দিই, একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি"; কখনও কথায় লাগে তীব্র ব্যঙ্গের ঝলক—"মনে মনে ... হায়! হায়! এত মেয়েও আছে সেই দেশে"। এর মধ্যে যেমন আবেগ আছে, তেমনই আছে যুক্তির দীপ্তি।

চিত্রকল্পের মধ্যে বুদ্ধি ও হৃদয়বত্তার সমন্বয়

এই কবিতায় চিত্রকল্প নির্মাণে কিছু বিশেষত্ব চোখে পড়ে। কবিতার শেষে দেখা যায় সাধারণ মেয়ের [illegible] দিয়ে যেন দুই বিপরীত ভাবের মিলনভাবনার পরিচয় আভাসিত হয়েছে—

> "ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি,
> সবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
> মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।"

উক্তিটি রূপকাশ্রিত। এখানে 'সজল মেঘ' হৃদয় আর 'উজ্জ্বল রৌদ্র' বুদ্ধিরই নামান্তর। হৃদয় ও বুদ্ধির সমন্বয়ে বিশ্ববিজয়িনী নারীর মোহিনী সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে লেখা 'মহুয়া' কাব্যে, 'তিন সঙ্গী' গল্পের মোহিনী চরিত্রে, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালে, 'অপরিচিতা'র কল্যাণীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। সেইসূত্রে 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় মালতীর মধ্যে দিয়ে Eternal famine বা চিরন্তনী নারীর আধুনিক রূপটি পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছিল।

উপস্থাপনার অভিনবত্ব

'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটি সামগ্রিক পাঠের পর এর উপস্থাপনার অভিনব কৌশলটি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলি হল সংক্ষেপে, (১) নায়িকার সাহিত্যপাঠের অভ্যাস—শকুন্তলা থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত অনেক লেখকের গল্প কাহিনি পাঠ করে সে বিস্তৃত জীবন-অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছে। (২) চরিত্র স্বয়ং গল্প রচনা করে তার কল্পনাশক্তি বা সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। (৩) তীব্র গতিশীলতা এবং বিষাদময় সমাপ্তির মধ্যে মেয়েটির বাস্তব জীবন-পরিণতি দেখানো হয়েছে। (৪) কবিতার শেষে রূপকথার অনুষঙ্গ প্রয়োগ এবং গল্প-উপন্যাসের রুক্ষতা ও বাস্তবের কাঠিন্য পরিহার করে গীতিকবিতার মন্ময় লাবণ্য ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১ 'পুনশ্চ' কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় কবির বিশিষ্ট ভাবনাটি নিজের ভাষায় লেখো। [ক.বি. '০৬]

অথবা, 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটির মেয়েটির আত্মকথা এবং কল্পনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টির কোনো প্রতিফলন ঘটেছে কি না সে সম্পর্কে আলোচনা করো।

অথবা, 'কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে মানুষ'—মন্তব্যটির নিরিখে 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার যাথার্থ্য বিচার করো। [কল্যাণী বি. '০৫]

উত্তর ● **'সাধারণ মেয়ে'—কবির বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির প্রকাশ**

'পুনশ্চ' কাব্যের এক স্মরণীয় কবিতা 'সাধারণ মেয়ে'। এই কবিতায় বঙ্গদেশের অখ্যাত অবহেলিত নারী-সম্পর্কে কবির গভীর অভিজ্ঞতা এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক জীবন প্রসঙ্গে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

Scanned by CamScanner

প্রকাশ ঘটেছে। কবিতাটিতে কাহিনি আছে, তবে কাহিনির সূত্রে ভিন্নতর তাৎপর্য অনুভব করা যায়। কবিতাটির রচনাকাল ২৯ শ্রাবণ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। এখানে সাধারণ মেয়েটিকে মহীয়সী নারীরূপে দেখানো হয়নি। তবে একালের মেয়েদের ব্যক্তিবিশেষরূপে গণ্য করার প্রবণতা এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। ১৩৬৫ সালে 'নারীর মনুষ্যত্ব : সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"আজ এল এমন যুগ যখন মেয়েরা মানবত্বের পূর্ণ মূল্য দাবী করেছে। জননার্থং মহাভাগা বলে তাদের গণনা করা হবে না। সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিশেষ বলেই তারা হবে গণ্য..."। এখানে মেয়েটির আত্মকথা এবং কল্পনার মধ্যে যেন এই নারীব্যক্তিত্বের সার্থক প্রকাশ অনুভব করা যায়। বাংলাদেশের এক সাধারণ 'অন্তঃপুরের মেয়ে' মালতী এই কবিতার কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। মেয়েটির প্রথম যৌবনের প্রেম এবং পরে তার বঞ্চিত, প্রত্যাখ্যাত আত্মার বেদনাই এই আখ্যানধর্মী কবিতাটির বিষয়বস্তু।

সাধারণের মনোজগতের গভীরে আলোকপাত : আখ্যানের মধ্য দিয়ে নরনারীর জীবনের সুখদুঃখকে প্রকাশ করার বিষয়টি বাংলাসাহিত্যে নতুন নয়। উনিশ শতকের শেষভাগে লেখা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিতেও এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু পরিণত বয়সে লেখা 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে প্রথম সাধারণ মানুষের মনের জটিল অন্তঃপুরকে কবি গুরুত্ব দিলেন। ফলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও সংকট কবিতার অবয়বে এই প্রথম ধরা দিল। প্রকাশিত হল কবির সমাজভাবনার বিশেষ দিকগুলি। এখানে যে মেয়েটির কথা আছে সে সত্যিই অতিসাধারণ, কোনো বিদ্যার ঝলক বা সৌন্দর্যের উদ্ভাস তার মধ্যে নেই। 'মালতী' নামের আড়ালে এ মেয়েটি যেন বাংলাদেশের হাজার হাজার অখ্যাত মেয়ের একজন মাত্র, "অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে"। তার 'কাঁচা বয়সের' লাবণ্যের টানে নরেশ নামে এক যুবকের মন মুগ্ধ হয়েছিল। মালতীর মধ্যে সে দেখেছিল এক অনন্যাকে। নরেশের এই মনোভাবের কথা জেনে মালতী পুলকিত হয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল সে এক অতি সাধারণ মেয়ে। এরপর নরেশ উচ্চশিক্ষার সন্ধানে বিদেশে পাড়ি দেয়। সেখানে সে অনেক বিদুষী ও বিদগ্ধ নারীর সাহচর্যে আসে। তাদের সঙ্গসুখে বিভোর হয়। মালতীর প্রতি তার অনুরাগ মুছে যায়। তাদের তুলনায় মালতী যে কত সাধারণ, চিঠি লিখে সে কথাও ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়। বিদেশিনী লিজির সঙ্গে তার সমুদ্রস্নানের কাব্যিক বর্ণনা দিয়ে, কীভাবে আলংকারিক ভাষায় লিজি প্রেম নিবেদন করেছে, সে কথাও জানায়।

আত্মশক্তির জয়গান : অপমানে ক্ষতবিক্ষত মেয়েটি আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়। দরদি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখে বলে—

"পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি, শরৎবাবু,
নিতান্তই সাধারণ মেয়ের গল্প—"

তার নিজের 'মালতী' নামটি ব্যবহার করে এই গল্পের বিষয় কি হবে তাও সে বলে দেয়। সে বুঝেছে বাস্তবজীবনের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে থেকে কোনোদিনই সার্থকতার সীমাস্বর্গে পৌঁছোতে পারবে না। তাই সে স্বপ্নকল্পনায় নিজের দুর্ভাগ্য জয় করে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে নারীত্বের পরিপূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে চায়। সেই কারণে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছে—"কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে/তাকে জিতিয়ে দিও আমার হয়ে"। রবীন্দ্রসাহিত্যেও নারী কিন্তু পরনির্ভরশীলা নয়। তাঁর সৃষ্ট নারী সদর্পে প্রশ্ন করেছে—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা"। ('সবলা', *'মহুয়া'*)

তাঁর 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের নায়িকা মৃণাল, 'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলা অথবা 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর মধ্যে পুরুষের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা নারীর দেখা মেলে। প্রকৃতপক্ষে, কবি ও গল্পকার রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই নারীকে আত্মশক্তিতে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে 'সবুজপত্র'-এর সময় থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীদের বিদ্রোহিনী রূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'হৈমন্তী', 'হালদার গোষ্ঠী', 'পয়লা নম্বর' প্রভৃতি গল্পে; ১৯১৮-তে 'পলাতকা' কাব্যের 'মুক্তি', 'ফাঁকি', 'নিষ্কৃতি', 'কালো মেয়ে', 'চিরদিনের দাগা' ইত্যাদি কবিতায়; ১৯২৯-এ 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমদিনী চরিত্রে। এই সব সাহিত্যে আমাদের সমাজে অবহেলিত নারীদের দুঃখ-লাঞ্ছনার চিত্রই শুধু নেই, আছে 'ভস্ম অপমান শয্যা' ছেড়ে নারীর জাগরণের কথা। সেই বোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই যেন মালতী তার স্বপ্নময় কল্পনায় নরেশের অবহেলার উপযুক্ত জবাব দিয়ে

Scanned by CamScanner

বিশ্ব-মহীয়সী হওয়ার পথ খুঁজেছে। কিন্তু কবি হলেও সত্যদর্শী রবীন্দ্রনাথ এদেশে সাধারণ মেয়ের উত্তর ও
আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভুলে যাননি। তিনি জানেন বাস্তবে মালতী একজন সাধারণ মেয়ে—বিধাতার
অপব্যয়'। তাই কবিতার শেষে তিনি সাধারণ মেয়ের বাস্তবচিত্রসহ তার মর্মবেদনা নাটকীয়ভাবে প্রকাশ

পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা: রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টির আর-একটি
এখানে আভাসিত। সেটি হল, পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব জীবন-অনুসরণকারীদের প্রতি কবির অশ্রদ্ধা।
জবানিতে নরেশের বিলেতবাসের যে ছবি আছে, সেখানে কৃত্রিম জীবনাচরণ ও বাক্‌চাতুর্যই প্রকট।
রুচি ও কৃষ্টির দিকটি কবির অজানা নয়। কিন্তু তার কৃত্রিম বৈভব কবির সমর্থন পায়নি। অনুরূপভাবে,
উক্তিও কৃত্রিম আবেগে ভরা কথার কারুকার্য মাত্র—

"এই সেদিন তুমি এসেছ, দুদিন পরে যাবে চলে;
ঝিনুকের দুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক
একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে—
দুর্লভ, মূল্যহীন।"

এই কৃত্রিমতার স্বরূপ সাধারণ মেয়েটির কাছে অগোচর থাকেনি। আসলে, মালতীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য
সম্পর্কে এই মূল্যায়ন তাঁর স্রষ্টারও হয়তো অভিপ্রেত ছিল। কারণ লক্ষ করা যায়, পাশ্চাত্য মহিলাদের
আবাল্য পরিচিত রবীন্দ্রনাথ (স্মরণীয় 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র') তাদের কোনো সপ্রশংস উল্লেখ এই
করেননি।

স্বদেশবাসীর মধ্যে গুণগ্রাহিতার অভাব: রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীর মধ্যে গুণগ্রাহিতার
মূঢ়তাজনিত ত্রুটির দিকটিও মালতীর জবানিতে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন—

"ধরা পড়ুক তার রহস্য—মূঢ়ের দেশে নয়,—
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি,
আছে ইংরেজ, জর্মান, ফরাসি।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর এদেশের বুদ্ধিজীবীদের তাঁর সম্পর্কে
উদাসীনতা কবির কাছে বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল। তাঁর চিত্র প্রদর্শনীর প্রথম আয়োজন করেছিলেন
ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। কবি নিজেও বলেছিলেন, এদেশের লোককে তিনি নিজের ছবি দেখাননি কারণ,
লোক আগে 'দেখে মুখটা সুন্দর হয়েছে কিনা'। তাঁর 'রবিবার' গল্পের শিল্পী অভীকও অনুরূপ মতপ্রকাশ
এর দ্বারা বোঝা যায়, স্বদেশ কবির কাছে 'প্রাণস্বরূপ' হলেও স্বদেশবাসীর শিল্পবোধ বা গুণীজন
অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কবিমনে স্পষ্ট দ্বিধা ছিল। মালতীর প্রগল্‌ভ উক্তিতে তার চকিত উল্লেখ কবিমনের
সংশয়কেই যেন প্রকাশ করেছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনভাবনা: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে মিলনের
ছিল রবীন্দ্র-জীবনদৃষ্টির আর এক বৈশিষ্ট্য। এই কবিতার শেষাংশে দেখা যায়, সাধারণ মেয়ে তাঁর
'মালতী' নামে যে মহীয়সী নারীর ছবি এঁকেছে, সেখানেও প্রতিফলিত হয়েছে এই দুই বিপরীত
মিলনচিত্র—

"ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি,
সবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র।
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।"

উক্তিটি রূপকায়িত। এর মাধ্যমে খুব সম্ভবত ভারতবর্ষের তথা প্রাচ্যের হৃদয় এবং পাশ্চাত্যের প্রখর বুদ্ধির
নির্দেশিত। হৃদয় ও বুদ্ধির সমন্বয়ে বিশ্ববিজয়িনী নারীর মোহিনী সৌন্দর্য ধরা পড়ে।

Scanned by CamScanner

উপসংহার: এইভাবে, 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার মালতীর আত্মকথন এবং কল্পনার মধ্যে কবিমানসের বিশিষ্ট ভাবনা তথা জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে। কবিচিত্তের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু যে মানুষ এবং সে সাধারণ মানুষ, আলোচ্য কবিতার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে।

২ 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লেখো। এই কবিতাটির উপস্থাপনা রীতিতে যে অভিনবত্ব আছে তার কারণ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করো। *[ক.বি. '০৪]*

'সাধারণ মেয়ে' কবিতার বিষয়বস্তু

কোনো সাহিত্য-প্রকরণের বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা রীতি পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, একে অপরের পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার কেন্দ্রীয় আকর্ষণ বক্তা দেশের এক সাধারণ অন্তঃপুরের মেয়ে। তার প্রথম যৌবনের প্রেম এবং পরবর্তীকালের বঞ্চিত অপমানিত প্রত্যাঘাত জীবনের যন্ত্রণাই আলোচ্য কবিতাটির বিষয়বস্তু।

কবির জীবনবোধ: এই কবিতায় যে কাহিনি আছে সেই কাহিনিটি কেবল কবিতার বিষয় বস্তু কাহিনি মথিত করে উঠে আসছে নারীজীবনের গভীরতর ব্যঞ্জনা এবং পুরুষশাসিত সমাজের ভিন্নতর তাৎপর্য কবিদেশের অখ্যাত অবজ্ঞাত নারীজীবন সম্পর্কে কবির গভীর অভিজ্ঞতা এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক জীবন প্রসঙ্গের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে এই কবিতায়। এখানে সাধারণ মেয়েটিকে মহীয়সী করে তোলা হয়নি। তবে একালের মেয়েদের ব্যক্তি বিশেষরূপে গণ্য করার প্রবণতা প্রকাশ হয়েছে। সাধারণ মেয়েটির আত্মকথা ও কল্পকথার মধ্যে যেন নারীব্যক্তিত্বেরই সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

সাধারণ নারীর প্রতিনিধি: আলোচ্য কবিতায় যে মেয়েটির কথা আছে সে সত্যিই অতি সাধারণ। বিদ্যার ঝলক বা সৌন্দর্যের উদ্ভাস তার মধ্যে নেই। 'মালতী' নামের আড়ালে সে যেন বাংলা দেশের সদ্য যৌবনা অসংখ্য অখ্যাত নারীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। মালতীর নবীন যৌবনের লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে নরেশ নামের এক যুবক তাকে অনন্য, অতুলনীয় মনে করেছিল। নরেশের এই মনোভাব জেনে রোমাঞ্চিত হয়েছিল মালতীও। ভুলে গিয়েছিল, সে অতি সাধারণ নারী। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়ে নরেশ অনেক সুন্দরী বিদুষীর সঙ্গসুখ লাভ করেছিল। সেইসব নারী যে কত অসাধারণ চিঠিতে মালতীকে তা জানিয়ে নরেশ যেন মালতীর সাধারণত্বকেই ইঙ্গিত করেছিল। বিদেশিনী লিজির সঙ্গে নরেশের সমুদ্রস্নানের কাব্যিক বর্ণনা, মালকারিক ভাষায় লিজির প্রেম নিবেদনের সংবাদ জেনে মালতীর হৃদয় যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। শরৎ-সাহিত্যের অনুরাগী সাধারণ মেয়েটি অপমানিত হয়ে আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। দরদি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছে—

"পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি, শরৎবাবু,
নিতান্তই সাধারণ মেয়ের গল্প—"

স্বপ্ন-কল্পনায় সাধারণ মেয়ে অসাধারণ হয়ে ওঠার প্রয়াস: সীমাবদ্ধ বাস্তব জীবনের অসহায়তাকে মেয়েটি তার স্বপ্নকল্পনার মাধমে অতিক্রম করতে চেয়েছে। নিজের দুর্ভাগ্যকে জয় করে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে নারীত্বের পরিপূর্ণ মর্যাদার উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে—

"কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে,
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে"।

বাস্তব পরিণতি: আত্মমর্যাদায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েই যেন মালতী তার স্বপ্নে-কল্পনায় নরেশের হৃদয়ের উপযুক্ত জবাব দিয়ে বিশ্বমহীয়সী হতে চেয়েছে। কিন্তু সত্যদর্শী, বাস্তবসচেতন রবীন্দ্রনাথ জানেন এদেশের মেয়েদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং তাদের মানসিক গঠনের স্বরূপ। এদেশের মালতীরা অতি সাধারণ মেয়ে। তারা যেন 'বিধাতার শক্তির অপব্যয়'। তাই কবিতার শেষে তিনি মালতীর বাস্তব পরিণতি চিত্রিত করে সাধারণ মেয়েদের ট্র্যাজিডিই দেখিয়েছেন।

এই হল 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার আখ্যান এবং সেই আখ্যান-অতিক্রমী বিষয়বস্তু।

Scanned by CamScanner

উপস্থাপনা-রীতির অভিনবত্ব

নাটকীয়তা: এই বিষয়বস্তুকে বৈচিত্র্যময় রীতিতে উপস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। স্তবকে বিন্যস্ত আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তু। সবচেয়ে দীর্ঘ নবম স্তবকে নায়িকার কথা বা গল্প রচনার চরমে পৌঁছে ক্লাইম্যাক্স বা শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে। নায়িকার আত্মপরিচয় দান, স্মৃতিচারণা, প্রেমিক সম্পর্কে বিতৃষ্ণা, মহীয়সী হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখা, বিষাদময় সমাপ্তি—সবই আদ্যন্ত নাটকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নাটকীয়তা এই কবিতার উপস্থাপনা রীতির অন্যতম দিক।

আত্মকথন ভঙ্গি: কবিতাটি আগাগোড়া আত্মকথনের ভঙ্গিতে রচিত। একে একোক্তিমূলক কবিতা বা Dramatic Monologue বলা যায়। সমকালের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে আলোচ্য কবিতার নায়িকা 'অন্তঃপুরের মেয়ে' বলে আত্মপরিচয় দিয়ে জীবনকাহিনি শুরু করেছে। এই আত্মপরিচয় দানের মাধ্যমে চরিত্রটি তার সূক্ষ্ম কল্পনা, উজ্জ্বল বুদ্ধিমত্তা, আইডিয়া বা নতুন ভাবনা প্রকাশ ক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এই ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে তার সৃষ্টিশীলতারই দ্যোতক। মেয়েটি শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' মালা' গল্পটি পড়ে প্রথমে লক্ষ করেছে কীভাবে লেখক নায়িকাকে জিতিয়ে দিয়েছেন।—

"দেখালেম তুমি মহাশয় বটে, জিতিয়ে দিলে তাকে।"

নায়িকার সৃষ্টিশীল ক্ষমতা: এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্তঃপুরের নারীর প্রকৃত অবস্থা সে অনুভব করেছে। তারপর কল্পনার বিস্তৃত ক্ষমতায় কীভাবে একটি সাধারণ মেয়েকে 'বিশ্ববিজয়িনী' করে যায় তার নিখুঁত বিবরণ দিয়েছে। এদিক থেকে সে যেন একজন সৃষ্টিশীল নারী হয়ে উঠেছে।

বাক্‌বৈভব: একক বা স্বগত উক্তিতে মেয়েটির দুঃখকথা বিবৃত হলেও তা ক্লান্তিকর হয়ে না। কবিতাটির সর্বত্র বাক্‌দীপ্তিতে উজ্জ্বল। প্রিজম থেকে সাতরঙা আলোর মতো মেয়েটির মনের নানা বাক্যের নানা রঙে প্রকাশ পেয়েছে। কোথাও আছে মৃদু কৌতুক, কোথাও সূক্ষ্ম অনুভূতি আবার কখনও বিষাদে গম্ভীর হয়ে এসেছে।—

"তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।"

মেয়েটির কথায় কখনও লেগেছে তীব্র ব্যঙ্গের ঝাপটা—

"মনে মনে ভাবি, রাম রাম, এত মেয়েও আছে সেদেশে
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়!"

এর মধ্যে যেমন আবেগ আছে তেমনি আছে যুক্তির দীপ্তি।

চিত্রকল্পে বুদ্ধি ও হৃদয়বত্তার সমন্বয়: এই কবিতায় চিত্রকল্প নির্মাণে কবি বুদ্ধি ও হৃদয়ের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। সাধারণ মেয়ের 'চোখ' দিয়ে যেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দুই বিপরীত ভাবের মিলনের কথা দিয়েছেন—

"ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি,
এসবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ও মোহিনী দৃষ্টিতে।"

এই রূপকাশ্রিত উক্তিটিতে 'সজল মেঘ' বলতে হৃদয় আর 'উজ্জ্বল রৌদ্র' বলতে বুদ্ধিকে কবি হয়তো বোঝে চেয়েছেন।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: সমগ্র কবিতাটি পাঠের পর আমরা কবির উপস্থাপনা কৌশলে অভিনবত্বের পরিচয় পাই সেগুলি হল—(১) নাটকীয়তা, আখ্যানধর্মিতা ও বর্ণনাধর্মিতার সমন্বয় কবিতাটি সুখপাঠ্য করে তুলেছে। (২) নায়িকার সাহিত্য পাঠের অভ্যাসের কথা কবি পাঠককে জানিয়ে দিয়ে সুকৌশলে। কালিদাস থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত অনেক লেখকের গল্পকাহিনি পাঠ করে সে বিস্তৃত জীবন-অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছে। (৩) আলোচ্য কবিতায় তীব্র গতিশীলতা এবং বিষাদময় সমাপ্তির মাধ্যমে মেয়েটির বক্তব্য

Scanned by CamScanner

দেখানো হয়েছে। (৪) কবিতার শেষে রূপকথার অনুষঙ্গ প্রয়োগ করে গল্পের এবং বাস্তবের রুক্ষতার গীতিকবিতার লাবণ্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার: বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং উপস্থাপনাগত নৈপুণ্য 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটিকে দান করেছে। যে ব্যতিক্রমী রবীন্দ্র-মননের ছোঁয়া গোটা 'পুনশ্চ' জুড়ে 'সাধারণ মেয়ে'-তেও সেই জীবনভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ৭ রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় মালতীর ট্র্যাজেডি নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করো।

উত্তর ● 'সাধারণ মেয়ে' মালতীর ট্র্যাজেডি

রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের অন্তর্গত 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার স্মরণীয় চরিত্র 'মালতী'। তার নামটি কবিতার মধ্য অংশে চরিত্রেরই জবানিতে প্রকাশিত। এই জবানির সূত্রে জানা যায় মেয়েটির দুঃখের কথা, তার জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির কথা। প্রকৃতপক্ষে মালতী নামের এই মেয়েটির আড়ালে ব্যক্ত হয়েছে বাংলাদেশের হাজার হাজার অখ্যাত সাধারণ মেয়ের মনের কথা। সেইদিক থেকে কবিতাটির বিশেষ সামাজিক মূল্য আছে। দিক ট্র্যাজেডির নায়িকারূপে এই মেয়েটির কথা নিছক কোনো দুঃখিনীর যন্ত্রণা প্রকাশ নয়, বিশ্ববিজয়িনী রূপ তার আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনিও বটে।

মালতী নামের মেয়েটি কবিতার শুরুতেই জানিয়েছে—'আমি অন্তঃপুরের মেয়ে চিনবে না আমাকে'। সে শরৎসাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠিকা। শরৎচন্দ্রের লেখা শেষ গল্প 'বাসি ফুলের মালা' সে পড়েছে। পঁয়ত্রিশ বছরের নায়িকা এলোকেশীর 'পঁচিশ বছরের' সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জিতে যাওয়ার ফলে তার মনে প্রতিক্রিয়া হয়। সে অতঃপর গল্প ছেড়ে নিজের কথা বলতে থাকে উত্তমপুরুষে। বয়স তার অল্প, একজনের মন ছুঁয়েছিল তার কাঁচা বয়সের মায়া। ছেলেটির নাম নরেশ সেন। কিছুদিন পর উচ্চশিক্ষার জন্য সে গেল বিলেতে। প্রথম প্রথম চিঠি আসত। সেখানে বর্ণনা থাকত নানা আধুনিকার। লিজি নামে এক বিদেশিনীর সঙ্গে সমুদ্রস্নানের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়ে মালতী বুঝতে পারে নরেশের মনোভাব—

"বুঝে নিয়েছি, আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।"

বাস্তব প্রেমের ক্ষেত্রে পরাজয়: এই হারের কারণ, দূর থেকে তার মতো সাধারণ মেয়েকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় অনেক অসামান্যার সঙ্গে। এইভাবে অপমানের, দুঃখের, বেদনার কথা বারে বারে এসেছে কবিতার মধ্যে। যেমন, নরেশের চিঠিতে লিজির মুখে সাজানো কথার কারুকার্য শুনে তার মনে হয়েছে,

"একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।"

অথবা তার রমণীসত্তা কীভাবে অসম প্রতিযোগিতায় হেরে যায় সেই ক্ষোভে বলে—

"যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে
অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।"

সংগ্রামী মনোভাব বা লড়াকু মানসিকতা: কিন্তু ট্র্যাজেডির নায়িকার মতোই সে যেন হেরে যাবার আগেও লড়াই করতে চায়। বাস্তবে না হোক, অন্তত কল্পনায় সে চায় জয়। তাই তার মনে জেগেছে এক অসম্ভব আশা। সে চায় গল্পের মধ্যে তার মতো কোনো এক সাধারণী নারীকে জিতিয়ে দিয়ে নিজের অপমানের প্রতিশোধ নিতে। সে শরৎচন্দ্রকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে তার জীবন অবলম্বনে গল্প লিখতে।

সুদূরপ্রসারী কল্পনার ক্ষমতা: প্রথম থেকেই সে জানিয়ে দেয় কীভাবে মালতীকে বড়ো করা হবে। শরৎচন্দ্র কলমের এক আঁচড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত পরীক্ষায় তাকে প্রথম করবেন। তারপর তাকে

Scanned by CamScanner

পাঠাবেন বিলেতে। সেখানে জ্ঞানীগুণী মানুষেরা তার চারপাশে ভিড় করবে। তাকে সম্বর্ধনা দেবে। সবাই মুগ্ধ হবে। তার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে চিরন্তনী নারী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা—

"মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,
যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চারদিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে—
শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে।"

এইভাবে বিশ্ববিজয়িনী রূপে তার আত্মপ্রকাশের বাসনাই তাকে নায়িকার গৌরবে ভূষিত করে :

"ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য—মূঢ়ের দেশে নয়—
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি,
আছে ইংরেজ জর্মান ফরাসি।"

ট্র্যাজেডির যথার্থ নায়িকা হয়ে ওঠার যোগ্যতামান: এখানে কোনো দুঃখ বা বেদনার কথা নয়। স্বাভাবিকভাবেই ট্র্যাজেডির নায়িকার যোগ্যতা অর্জন করে 'সাধারণ মেয়ে'। ফলে, সহজেই সে কল্পনার সাধারণের সীমা ছাড়িয়ে ('above the common level'—অ্যারিস্টটল) যায়। কল্পনায় ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে সে তখন সমস্ত মানুষ ও ঘটনাকে নায়িকার ('নয়তি ইতি'—স্ত্রীলিঙ্গে 'নায়িকা') মতোই নিজের দিকে আকর্ষণ করে। গল্পের পরিসমাপ্তি বা উপসংহারেও অপূর্ব কল্পনায় বৃষ্টি-ঢেউ-নৌকার এক প্রতীকী চিত্রকল্প গড়ে তোলে। প্রমাণিত হয় তার মধ্যে সৃজনী ক্ষমতা—

"মনে করা যাক সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকা
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি, ..."

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনে বিশ্বাসী: আবার এই 'সাধারণ মেয়ে' যে সংকীর্ণমনা নয়, 'মূঢ়ের দেশে' জন্মগ্রহণ করেও যে সে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারা বা দুই সভ্যতার মিলনে বিশ্বাস করে, তারও ইঙ্গিত আছে 'চোখে'র রূপকধর্মী ব্যবহারে—

"সবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি,
সৃষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।...)"

প্রবল আত্মবিশ্বাস: বলা বাহুল্য, আত্মবিশ্বাসই সাধারণ মেয়েটিকে নায়িকার মহীয়সী মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কবি তাঁর শেষজীবনে নারীর পুরুষ-সাপেক্ষ বিকাশের বদলে পুরুষ-নিরপেক্ষ আত্মবিকাশের কথা বলেছেন 'মহুয়া' কাব্যের 'সবলা' কবিতায়। সেখানে নারী স্বয়ং প্রশ্ন করেছে—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?"

পুরুষ-নিরপেক্ষ আত্মপ্রতিষ্ঠার মনোভাব: আলোচ্য কবিতায় দেখা যায়, মালতী সাধারণ মেয়ে হয়ে তার অন্তঃপুরের সীমানায় প্রথমে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে সে গল্পের নায়িকাকে উচ্চশিক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। এর মাধ্যমে তার মানস-আকাঙ্ক্ষাটি চিনে নিতে অসুবিধা

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ সে 'সাধারণ মেয়ে' হয়েও উচ্চশিক্ষার পাঠ নিতে চেয়েছে। এ যেন কোনো নায়িকার আত্মপ্রতিষ্ঠার বৃহৎ সংগ্রাম। লক্ষ করা যায়, এই আত্মপ্রতিষ্ঠার পিছনে তার প্রেমিক নরেশকে ফিরে পাওয়ার কোনো ...। কারণ, পুরুষের প্রেম তার কাছে শেষপর্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে গেছে। সে পুরুষ-নিরপেক্ষ, বিবাহ-... স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মগ্ন হয়েছে।

স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা ও ট্র্যাজেডির সার্থকতা: এই স্বপ্নভঙ্গের বিষাদ ও যন্ত্রণায় কবিতার ... মালতীর ট্র্যাজেডির বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। শরৎবাবুকে লেখা চিঠিতে তার উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা যে ... গল্পসর্বস্ব কল্পনা ছাড়া কিছু নয়, এ কথা সে উপলব্ধি করে বলেছে—

'আর তার পরে,
তার পরে আমার নটেশাকটি মুড়োল,
স্বপ্ন আমার ফুরোল!
হায় রে সামান্য মেয়ে!
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়!'

... 'হায়' শব্দটির ব্যবহারে বোঝা যায় সাধারণ মেয়ের এই কল্পনা যে আকাশকুসুম তা তার স্রষ্টাও ...। তবু দ্বিতীয়বার 'হায়' শব্দটি পুনরুচ্চারণ করে তিনি মেয়েটির এই দুর্ভাগ্যের জন্য বিধাতাকে দায়ী ...। এর ফলে চরিত্রটি কবি থেকে পাঠক পর্যন্ত সকলের সহানুভূতিতে সিক্ত হয়েছে। চরিত্রটি বাংলাসাহিত্যে ... অর্জন করেছে।

৪ **'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের প্রাসঙ্গিক কবিতাটি অবলম্বনে 'সাধারণ মেয়ে'র অসাধারণত্বের পরিচয় দাও।** *[ক.বি. '০৬]*

অথবা, *"স্বপ্ন আমার ফুরোল!/হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়"*—এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে সাধারণ মেয়েকে অসাধারণরূপে প্রতিপন্ন করেছেন—তা সংশ্লিষ্ট কবিতাটি অবলম্বনে বিস্তৃত আলোচনা করো। *[কল্যাণী বি. '০৬]*

অথবা, রবীন্দ্রনাথ 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় একটি সাধারণ মেয়ের যে অসাধারণ চরিত্রবৈশিষ্ট্যের জয়গান করেছেন, তা নিজের ভাষায় লেখো। *[কল্যাণী বি. '০২]*

অথবা, 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় একটি সাধারণ মেয়ে কবির লেখনির স্পর্শে কীভাবে অসাধারণ হয়ে উঠেছে তা বর্ণনা করো।

সাধারণ মেয়ের অসাধারণত্বের প্রকাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ... 'মালতী' নামের অন্তঃপুরের এক সাধারণ মেয়ে। তার প্রথম যৌবনের প্রেম এবং পরবর্তীকালের ...অপমানিত-প্রত্যাখ্যাত জীবনযন্ত্রণাই কবিতাটির বিষয়বস্তু। এই কবিতায় একটি কাহিনি আছে এবং সেই ... ধ্বনিত করে উঠে এসেছে নারীজীবনের গভীরতর ব্যঞ্জনা। মালতী নামের আড়ালে সে যেন বাংলাদেশের ... অসংখ্য সাধারণ নারীর প্রতিনিধি। তাঁর অল্পবয়সের তনুলাবণ্যে মুগ্ধ হয়েছিল নরেশ নামের এক ...। তার দৃষ্টিতে মেয়েটি সেই মুহূর্তে হয়ে উঠেছিল অনন্যা। নরেশের এই মনোভাব জেনে রোমাঞ্চিত হয়েছিল ..., ভুলে গিয়েছিল সে অতি সাধারণ মেয়ে। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য নরেশ বিদেশে চলে যাওয়ার পর ... মালতীর। নরেশ বিদেশিনী সুন্দরী বিদুষীদের সঙ্গসুখ লাভ করে চিঠিতে মালতীকে জানালো ... নারীর অসাধারণত্বের কথা।

অপমানে-যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে শরৎচন্দ্রের অনুরাগী সাধারণ মেয়েটি তার প্রিয় লেখককে একটি ... মেয়ের গল্প লেখার অনুরোধ জানাল। সেই গল্পের মাধ্যমে মালতী নিজেকে মহীয়সী করে তুলে ... হওয়ার স্বপ্ন রচনা করল।

Scanned by CamScanner

কবিতাটির সূচনায় মেয়েটি বলেছিল—'চিনবে না আমাকে'। বাস্তবিক, আপাতদৃষ্টিতে 'অন্তঃপুরের সাধারণ মেয়ে' বলে মনে হয়। কিন্তু সমগ্র কবিতার মধ্যে মেয়েটির ব্যক্তিত্ব যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনই অনুভবে ধরা পড়ে তার চরিত্রের কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য; যেমন :

সাহিত্যপাঠের অভ্যাস: শরৎসাহিত্যের সাম্প্রতিকতম রচনা পর্যন্ত মেয়েটি পড়েছে। শুধু গল্প নয়, বইটির নাম, নায়িকার নাম-বয়স পর্যন্ত সে মনে রেখেছে। এর দ্বারা তার স্মৃতিশক্তির গভীরতা বোঝা যায়।

কল্পনাশক্তি: মেয়েটি নিজের বঞ্চিত, অপমানিত জীবনের কথা অনুভব করে তার মতো করে মেয়ের গল্প লেখার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছে। কিন্তু প্রথম থেকেই সে জানিয়ে দেয় কীভাবে গল্পের নায়িকাকে বড়ো করা হবে। সাধারণ মেয়েটির নামেই সেই গল্পের নায়িকার নাম—মালতী। কলমের এক খোঁচায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত পরীক্ষায় তাকে প্রথম করা, তারপর বিলেতে পাঠানো, সেখানে শিক্ষাশেষে তার সম্মানে অনুষ্ঠানের আয়োজন, মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টিভঙ্গি, পূর্বপ্রেমিক নরেশের অন্য মহিলাদের সঙ্গে এক কোণে দাঁড়িয়ে থেকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা, মেয়েটির চোখে মোহিনী দৃষ্টির ঝলক ইত্যাদি ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণে সাধারণ মেয়ের অসাধারণ কল্পনাশক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাক্‌পটুতা: 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় মেয়েটির বাক্‌পটুতা তার চরিত্রের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে। স্বগত বা একক সংলাপে তার দুঃখের কথা বিবৃত। কিন্তু কোথাও তা ক্লান্তিকর মনে হয় না। তার কারণ, মেয়েটি তার মনের বিচিত্র ভাব বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছে। কোথাও আছে মৃদু কৌতুক—'দেখলেম তুমি মহৎ বটে, জিতিয়ে দিলে তাকে'। কোথাও আছে কবিত্বের স্পর্শ—'একজনের মন ছুঁয়েছিল/আমার এই কাঁচা বয়সে মায়া'। তার কণ্ঠস্বর কখনও দুঃখে-বিষাদে পরিপূর্ণ—'তোমাকে দোহাই দিই,/একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি/বড়ো দুঃখ তার'। কখনও তীব্র ব্যঙ্গের ঝলক লাগে কথায়—'মনে মনে ভাবি, রাম রাম, এত মেয়ের আছে সে দেশে,/এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়!' আবার কখনও বা সাধারণ মেয়ে কান্নায়-অনুনয়ে ভেঙে পড়ে বলে—'পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি, শরৎবাবু'। তার এই বচনভঙ্গির মধ্যে যেমন আবেগ আছে, তেমনই আছে যুক্তির দীপ্তি। তার নিঃসঙ্গ বেদনার ছবি ধরা পড়েছে অনায়াস স্মৃতিচারণায়—'বিছানার শূন্য শূন্যে রাত্রির অন্ধকারে/দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি/সে বর আমি পাব না।' এই আবেগের মধ্যে আছে রূঢ় বাস্তবের তাপ। বোঝা যায়, সে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্না। সে জানে, লেখকের কলম যা খুশি লিখতে পারে। তবু তার সৃষ্ট গল্পের নায়িকাকে (মালতী) সে প্রাচীন যুগের শকুন্তলার মতো দুঃখে-ত্যাগে মহীয়সী করে গড়ে তুলতে চায় না। কারণ গল্পের সঙ্গে তখন আর জীবনের সঙ্গতি থাকবে না। সেইজন্য সে অনুরোধ করেছে গল্পকার শরৎবাবুকে—'নেমে এসো আমার সমতলে'।

পরিমিতিবোধ: বড়ো লেখকের কল্পনা যে কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে সেই পরিমাণ জ্ঞান সাধারণ মেয়েটির আছে। গল্প তৈরি করতে গেলে কীভাবে প্রধান চরিত্রকে (এখানে নায়িকা মালতী) অন্য (এখানে নরেশ সেন) থেকে বড়ো করে আঁকতে হবে, নারীর বিদ্যার্জনের খ্যাতি কীভাবে ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে সে সম্পর্কে লেখককে সচেতন করেছে, প্রয়োজনে উপদেশও দিয়েছে—

"আমার দশা যাই হোক
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে"।

এর দ্বারা বোঝা যায়, স্বদেশে নয়, বিদেশে যে বিদ্যার কদর আছে এ কথা সাধারণ মেয়ে জানে। স্বদেশ সম্পর্কে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার স্মৃতি ছিল হয়তো বা তিক্ত, অম্লাক্ত। তাই মালতীর মান এদেশে নয়, ওদেশে যে বরং সে কথা বুঝেই যেন তীব্র শ্লেষ ঝলসে উঠেছে তার কথায়—

"ধরা পড়ুক তার রহস্য—মূঢ়ের দেশে নয়—
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি,
আছে ইংরেজ জর্মান ফরাসি।"

Scanned by CamScanner

সৃষ্টিক্ষমতা: 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার নায়িকার সৃজনী ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায় শেষাংশে। ...কাজে লাগিয়ে সে যেন কথা বলাকে কথাকলায় পরিণত করেছে। সেই মুহূর্তে মনে হয়, শরৎচন্দ্রের ...কথাশিল্পীকেও সে যেন গল্পটির পরিণতি সম্পর্কে নির্দেশ-উপদেশ দিয়েছে। তাই তার কথায় সঞ্চারিত ...ব্যঞ্জনা। বর্ণনাচ্ছলে সৃষ্টি হয়েছে চিত্রকল্প, অথচ তার বলার ভঙ্গির মধ্যে কোনো দম্ভ বা অহমিকা নেই, ...ভঙ্গিতে সবাইকে (কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি স্মরণীয়—"আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে") ...দেওয়ার মতো উদার দৃষ্টিভঙ্গি—

"সবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র।
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।"

...দেখা গেছে তার নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস—

"এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি,
সৃষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।"

এই 'চোখ' শুধু সৌন্দর্যের আশ্রয় নয়, মেয়েটির সবকিছুকে সচেতনভাবে দেখা এবং মূল্যায়নেরও ...পরিচায়ক। সম্ভবত এইজন্যই রাশিয়ার খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক দস্তয়েভস্কি বলেছেন : "The important thing ...not in the object, but in the eye"।

উপসংহার: কবিতার শেষে আছে, 'সাধারণ মেয়ে'র কথায় বাস্তবজীবন আর স্বপ্নের মধ্যে ...ব্যবধানের ইঙ্গিত, ট্র্যাজেডির দীর্ঘশ্বাস—

"আর, তার পরে?
তার পরে আমার নটেশাকটি মুড়োল,
স্বপ্ন আমার ফুরোল!"

...শেষে 'নটেশাকটি মুড়োল'—কথাটি রূপকথার কাহিনি শেষের ইঙ্গিত দেয়। রবীন্দ্রনাথ আজন্ম রূপকথার ...পাঠক ছিলেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র 'সাধারণ মেয়ে' ও তার তৈরি করা গল্পকে সেই পথে নিয়ে গিয়ে তার ...রূপকথা শেষ করেছে। তার সঙ্গে যুক্ত করেছে চিত্তের হাহাকার, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা। তাই এই চরিত্র সত্যিই ...স্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

> ৫ *"হায় রে সামান্য মেয়ে!*
> *হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়!"*
> *—সামান্য মেয়েটি কে? সে কি সত্যিই সামান্য মেয়ে? নিজেকে সে 'বিধাতার শক্তির অপব্যয়' বলেছে কেন?* *[ক. বি. '০৭]*

উত্তর 'সামান্য মেয়ে'টি হল, 'পুনশ্চ' কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার কথক তথা নায়িকার কল্পনায় ...সৃষ্ট এক নারী, যার নাম 'মালতী'। এই মেয়েটি বাংলা দেশের এক অতি সাধারণ 'অন্তঃপুরের মেয়ে'। তার ...জীবন অবলম্বনে সে শরৎচন্দ্রকে গল্প লিখতে অনুরোধ করে।

কবিতার সূচনাতে মেয়েটি তার পরিচয় গোপন করে বলেছিল—'চিনবে না আমাকে'। কারণ ...সৌন্দর্যের দীপ্তি বা প্রতিভার ঐশ্বর্যে সে অন্যের চোখে রমণীয় হয়ে উঠতে পারেনি। তবু সমগ্র কবিতা পাঠে ...বোঝা যায় মেয়েটি কিন্তু সত্যিই সামান্য মেয়ে নয়। কারণ তার চরিত্রে দেখা যায় কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, ...যেমন—

এর পরে ৪নং প্রশ্নের উত্তরের (১), (২), (৩), (৪) ও (৫) নং সূত্র ('...মূল্যায়নেরও পরিচায়ক" ...পর্যন্ত অংশ) দ্যাখো।

বাস্তব জীবনে মালতী বাংলা দেশের হাজার হাজার সাধারণ মেয়ের একজন। এই সাধারণ মেয়েরা ...সর্বক্ষেত্রেই বঞ্চিত, হতভাগিনী। জীবনে তাদের কোনো সাধ, কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি, হবেও না।

Scanned by CamScanner

মালতী তার প্রথম যৌবনের আহ্বানে একসময় নরেশ নামক একজন যুবককে ভালোবেসেছিল। কিন্তু
বিদেশে গিয়ে নরেশ অন্য বিদেশিনী মেয়েদের সাহচর্য পেয়ে তাকে উপেক্ষা করেছে। সেইসব
সুন্দরীদের তুলনায় সে যে কত তুচ্ছ নরেশ তা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে। এর বিকল্প পথ খুঁজতে গিয়ে
তার অপূর্ণ সাধ ও স্বপ্ন মিলিয়ে গল্প তৈরি করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝেছে বাস্তবে এই ঘটনা কো
ঘটবে না। কারণ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সাধারণ অন্তঃপুরের নারীদের মতো তার
ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফলে নিরাশা, বঞ্চনা আর হতাশার জ্বালায় সে জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হবে আর ভাববে, এ
সাধারণ নারীর জন্ম কেবল 'বিধাতার শক্তির অপব্যয়' মাত্র।

উদ্ধৃত অংশটিতে বিষাদময় 'হায়' শব্দটির ব্যবহারে বোঝা যায় সাধারণ মেয়ের এই ক
আকাশকুসুম তা তার স্রষ্টাও জানতেন। তবু দ্বিতীয়বার 'হায়' কথাটি উচ্চারণ করে তিনি মালতীর দু
জন্য, নারীশক্তির সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য, সুকৌশলে বিধাতাকেই দায়ী করেছেন। প্রসঙ্গত
'মহুয়া' কাব্যের 'সবলা' কবিতাটি এই ভাব ও ভাবনার অনুষঙ্গেই রচিত। নারীর পুরুষ-সাপেক্ষ বিকাশের
পুরুষ-নিরপেক্ষ আত্মবিকাশ সওয়াল করেছেন তিনি সেখানে। মালতীর ঐকান্তিক ইচ্ছে আর চাহিদাটুকু
তা-ই। সেইজন্যই 'সাধারণ মেয়ে' মালতীর চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে অনশ্বর মহিমা লাভ করেছে।

প্রশ্ন ৬ *"কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে/তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে"*—
**কার কাছে, কে এই আবেদন জানিয়েছে? তাকে কেন, কীভাবে জিতিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়ে
প্রাসঙ্গিক কবিতা অবলম্বনে বুঝিয়ে দাও।** [ক. বি.

উত্তর 'পুনশ্চ' কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় মালতী নাম্নী এক সাধারণ মেয়ে এই আবেদন জা
বাংলার বিখ্যাত দরদি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

মালতীর জন্ম—কারণ ও উপায়

মালতীর সঙ্গে বাংলা দেশের আর পাঁচটি সাধারম মেয়ের কোনো তফাৎ নেই। বাস্তবিক হতভ
এইসব নারী। এরা সংসারে পদে পদে বঞ্চিতা ও লাঞ্ছিতা। অপমানিত জীবন কোনোভাবে কাটাতে হয়। রবী
এই কবিতায় এমনই এক সাধারণ মেয়ের ভাগ্যবাঞ্চিত জীবনের আখ্যান শুনিয়েছেন। রূঢ় বাস্তবের মধ্যেও
রোমান্টিকতার এক অপূর্ব আস্বাদ এনেছেন, যা দুর্ভাগিনীর মনোবেদনার অন্তরালে থাকা গোপন
নিঃসরিত বহিঃপ্রকাশ। এখানেই মেয়েটির বিশিষ্টতা।

সাধারণ মেয়ে সে। সংসারে তার খ্যাতি নেই, প্রতিষ্ঠা নেই, উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতাও নেই। শিক্ষাদী
বিশেষ নেই। কাঁচা বয়সের মায়ায় সে ভালোবেসেছিল নরেশ সেন নামের এক ধনীর দুলালকে। প্রথম যৌ
আবেগে তার মন-ভোলানো কথার কুহকে মুগ্ধ হয়েছিল। এই আবেগ তো তার একলার নয়, "আমার
এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে,/অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে"। এই সাধারণ মেয়েটি শরৎচন্দ্রের 'বাসি
মালা' গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল। বিশেষ করে এলোকেশীকে জিতিয়ে দেওয়ায় সে ভীষণ খুশি হয়েছিল।
প্রেরণার তাগিদ থেকেই সে শরৎবাবুর কাছে আবেদন করেছে—

"তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।"

যৌবনের মন্ত্রে আত্মবিস্মরণও ঘটে, যেমনটা ঘটেছিল মালতীরও। এই প্রেম তার কাছে দুর্লভ লেগে
পুলকিত হয়েছিল সে, কিন্তু "ভুলে গিয়েছিলেম অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি"। সত্যের খোঁজ না করে প্রে
মন্ত্রে সম্মোহিত হয়েছিল সে। এ সত্য ধরা পড়েছে অনেক দেরিতে।

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে নরেশ বিলেতে গেছে। কখনো-কখনো চিঠিপত্র পায় মালতী। সেসব চিঠি
থাকত অনেক মেয়ের সংবাদ, মনে হত—'এত মেয়েও আছে সে দেশে'। ঈর্ষাজর্জরিত মন নিয়ে তার ভাবনা
"আর, তারা কি সবাই অসামান্য—
এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা!

Scanned by CamScanner

আর, তার সাথে কি তর্কিয়ে যাচ্ছে এক সময় — [illegible]
যারাও সব পাহাড় [illegible]

[illegible] কলকাতার কাছে মালতীর ঐকান্ত দুটো হয়ে আছে। [illegible] নিউ নারী এক বিলেতি মেয়ে কখনও উঠেছে। [illegible] যুদ্ধ করেছে। নীতির সাথে [illegible] কলকাতায় [illegible] উপভোগ করেছে [illegible]। [illegible] কলকাতায় এই দুঃসহ শেষ মালতী সবচেয়ে দূরে গিয়েছে [illegible] পুরুষ থেকে পালা দেওয়ার মতো তার [illegible]

তার এই কথাই আর-এক গল্পের সূত্র তৈরি করেছে।

এ গল্পের সেই নায়িকা। মালতী তার নাম। [illegible] সব সাধারণ মেয়ে। এমন সুখ-সাধারণ মেয়েকেও গল্পে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু [illegible] সাধারণ [illegible] ভিতরে নিয়ে [illegible] অনুশোচনায় [illegible] ত্যাগ-তপস্যায়। এমন সর্বত্যাগ [illegible] মালতী [illegible] "[illegible] এসো আমার [illegible]"। এ গল্পে সে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করাতে চায় না। [illegible] কল্পনার মাটিতে দাঁড় করাতে চায়। বাস্তবে না [illegible] কল্পনায় [illegible] এই [illegible] বর-প্রত্যাশী মালতী কল্পনাকে দূরে ও [illegible]।

[illegible] শেষের কবিতা [illegible] এ. এ. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে [illegible] বিদ্যা। এই শেষের কারণে তাকে ইউরোপে পাঠানো হয়। [illegible] ভিন্ন জগতে [illegible] আকৃষ্ট হয়ে [illegible] ভারতবর্ষের এই প্রতিভাশালীকে তারা শুধু বিদুষী বলে নয়, [illegible]: "এর মধ্যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ী [illegible] — [illegible] — [illegible] আছে ফরাসি, আছে ইংরেজ, জার্মান, ফরাসি" [illegible] চতুর্দিকে প্রশস্তি, প্রশংসা, [illegible] ধরে পড়ে।

[illegible] বর্ণের স্বপ্ন, [illegible] নিয়ে সে যাবে [illegible]। [illegible] "এসো [illegible] সেই [illegible]", তার [illegible] নিয়ে। [illegible] সেই সাধারণ মেয়েকে।

[illegible] এখানেই শেষ। বাস্তবের মালতী যেন সত্যিই বিধাতার অপচয়। কিন্তু তাকে [illegible] আদর্শের বন্ধ দিয়ে না নিয়ে গিয়ে, [illegible] পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাকে [illegible] বাস্তব জীবনের বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনা তাকে [illegible] পরিবর্তিত করেছে। ভিতরে [illegible] সুখী [illegible] [illegible] ত্যাগ ও তিতিক্ষার পথ। এ [illegible] জীবনে ট্র্যাজেডি বা [illegible] তাই সে বৌদ্ধিক জীবনের [illegible] কিছু নেই? [illegible] পুতুলও [illegible] কি [illegible]? বাস্তবিক, [illegible] পথে নয়, [illegible] বৌদ্ধিক দিক থেকে [illegible] দেওয়ার [illegible]। ভিতরে দেওয়ার সম্ভব করল [illegible]।

[illegible] তাঁর উপন্যাসে অভিজাত 'হিরো' এঁকেছেন: [illegible] সাধারণ [illegible] সমাজের [illegible] উনিশ শতকীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে [illegible] কবিতার নায়ক-নায়িকার [illegible] এ [illegible] অনেকটাই [illegible]।

বিস্ময়কর। তাঁর নায়ক-নায়িকা ছেলেটা, সাঁওতাল মেয়ে, সাধারণ মেয়ে, অস্পৃশ্য সমাজের মাধব প্রমুখ। এই বদল সামাজিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ মেয়েকে শ্রেণিগতভাবে মর্যাদাদানও অবশ্য... তাকে জিতিয়ে দেওয়ার পেছনে সামাজিক বিবর্তনের গতিধারাও লক্ষণীয়। রেনেসাঁ-প্রাপ্ত উত্তরাধিকারে ... হয়নি, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী আন্তর্জাতীয় সংকটলগ্নে সেটাই সম্ভব হয়েছে। নারীবিশ্বে এই বার্তা পৌঁছে... জরুরি মনে হয়েছিল কবির কাছে।

প্রশ্ন ৭ 'পুনশ্চ' কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় সাধারণ মেয়েটির নাম কী? কার কাছে সে গল্প লেখার আবেদন জানিয়েছিল? সাধারণ মেয়েটি যাকে ভালোবেসেছিল তার নাম কী? সে মনে মনে কো... বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করে ইউরোপ পাড়ি দিতে চেয়েছিল? সাধারণ মেয়েটির অবদমিত আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। [কল্যাণী বি. '...]

উত্তর ● 'পুনশ্চ' (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) কাব্যের সাধারণ মেয়েটি গল্পের খাতিরে নিজের নাম রেখেছে মালতী। বাংলা দেশে এমন নাম অনেক, তাই বেছে নিয়েছে এই নাম।

● সাধারণ মেয়েটি তাকে নিয়ে গল্প লেখার আবেদন জানিয়েছিল বাংলার অন্যতম দরদি কথাকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

● সাধারণ মেয়েটি ভালোবেসেছিল নরেশ সেন নামক যুবককে।

● সাধারণ মেয়েটি গল্পের মেয়ে মালতীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিদ্যায় এম. এ.-তে প্রথম করার অনুরোধের পাশাপাশি তাকে ইউরোপে পাঠাবার (সম্ভবত গবেষণার কারণে) আবেদন করেছে গল্পকারের কাছে।

● সাধারণ মেয়ের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ

'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় মেয়েটি স্বনাম রেখেছিল মালতী। শরৎচন্দ্রের কাছে তার অনুরোধ ছিল তাকে নিয়ে একটি গল্প লেখার। নিছক কল্পিত গল্প। নেপথ্যে আছে বাস্তব ঘটনা। তার অবদমিত বাসনাই গল্পের ... আদল পেয়েছে। বিষয়বস্তু, বিন্যাস আর নাটকীয়তার আশ্চর্য গুণে কবিতাটি হয়ে উঠেছে পরম উপভোগ্য। আসলে, 'পুনশ্চ' কাব্যে কবি রবীন্দ্রনাথ তুচ্ছ-সাধারণকে এক অসাধারণ মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে এই অনালোচিত জগতের দিকে তাঁর চোখ পড়েছে, যা উল্লেখের দাবি রাখে।

দরদি কথাকার শরৎচন্দ্রের 'বাসি ফুলের মালা' গল্পটি পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিল বাংলার সাধারণ মেয়ে। সে-গল্পের এলোকেশীকে গল্পকার জিতিয়ে দিয়েছিলেন। এতেই মেয়েটি প্রভাবিত হয়ে তাকে নিয়ে গল্প লেখার আবেদন করেছে। শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে তুলে এনেছিলেন বহু উজ্জ্বল নারী... সাধারণ নারীকে তিনি দিয়েছিলেন অসাধারণত্বের সম্মান। তাঁর কাছেই তাই সংগত কারণে সাধারণ মেয়ের দাবি কিংবা আবেদন তাকে নিয়ে গল্প লেখার। নিজের কথা জানিয়েছে সে—

"নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।"

সে জানে, তার মতো হাজার হাজার মেয়ে আছে বাংলা দেশে, 'অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে'... সে খুব সাধারণ মেয়ে। এইসব মেয়েদের মনে কাঁচা বয়সের জাদু লাগে, সত্যের খোঁজ না করেই তারা ... বিকিয়ে যায় 'মরীচিকার দামে'। অল্প বয়সের মায়ায় সেও নরেশ সেনের প্রেমে পড়েছিল। তার চাতুর্যে সে ... হয়েছিল, বোঝেনি যে, এভাবেই প্রেমের ফাঁদ কেউ কেউ পেতে রাখে। একদিন নরেশ বিলেত গেল। চিঠি মাঝে মাঝে আসে। তাকে ঘিরে নাকি সেখানে অসামান্য সব মেয়েদের ভিড়। তাদের উজ্জ্বলতা, তাদের ...

Scanned by CamScanner

...ও বিস্মিত। এসব খবর থাকত চিঠিতে। চিঠিতে লিজি নামের একটি মেয়েরও খবর ছিল। সামনে ... আর নির্মল সূর্যালোকে বালিতে পাশাপাশি বসে লিজি তাকে বলেছে :

> "এই সেদিন তুমি এসেছ, দুদিন পরে যাবে চলে—
> ঝিনুকের দুটি খোলা,
> মাঝখানটুকু ভরা থাক্
> একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে—
> দুর্লভ, মূল্যহীন।"

এইসব নাগরিক বৈদগ্ধ্যময় কথাবার্তা থেকে সাধারণ মেয়েটি সহজেই বুঝে নিয়েছে যে, তার কপাল ...। সাধারণ মেয়েটি নরেশের চিঠি থেকে এটুকু অনুমান করেছে যে, সে পাঁচ-সাতজনের সঙ্গে ...তায় হেরে গেছে। এই পরাজয়ে আত্মগ্লানি অনুভব করেছে। তার বেদনা জটিলতর হয়েছে।

বাইরে সে পরাজিত। এই আত্ম-অবমাননা তাকে মনে মনে প্রতিবাদী করেছে। শরৎবাবুর কাছে সে ... আবেদনের মধ্য দিয়ে এক বিকল্প রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। অবদমিত মন গল্পের মধ্য দিয়ে আবেগের ... করতে চেয়েছে। নায়িকার নাম মালতী, সামান্য মেয়ে, ফরাসি-জার্মান জানে না, এরা 'কাঁদতে জানে'। ... অনুরোধ—তাকে যেন জিতিয়ে দেওয়া হয়। দুঃখ ও ত্যাগের পথে মালতীকে নিয়ে যাওয়ার দরকার ... সাত বছর থাক লন্ডনে, বারে বারে ফেল করুক। ইতিমধ্যে মালতী পাশ করুক এম. এ. কলকাতা ... থেকে গণিতে প্রথম হয়ে। মালতীকে এরপর পাঠানো হোক ইউরোপে। যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, ...রাজারা দল বেঁধে আসুক ওকে সম্বর্ধনা জানাতে। বিশ্ব তাকে বিদুষী বলে শুধু নয়, তাকে নারী বলে ... ও সমঝদারদের কাছে ওর রহস্য ধরা পড়ুক। সভা ঘিরে চাটুবাক্যের বর্ষণের সময় নরেশ এসে ... সেখানে। উপেক্ষার ভাষা সে বুঝে নিক। গল্পে এমন প্রত্যাশাই ফুটে উঠেছে।

আসলে মেয়েটির গভীর বেদনাকে এ গল্পে রূপ দেওয়া হয়েছে। মালতীদের জীবনে স্বপ্ন ও কাম... থেকে যায়। তাই অলীক এক গল্পের আশ্রয় নিতে হয়েছে তাকে। বঞ্চিতা নারীর অন্তর্গত ক্ষোভ নীর... এক নতুন ভাষা পেয়েছে। তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষার এ এক বৈকল্পিক রূপ। বাস্তবে, রূঢ় ও নিষ্ক... যা সম্ভব হয় না, স্বপ্নে-কল্পনায় সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলবার একটা ইচ্ছা জাগে। সে... এখানে গল্পের থিমে প্রকাশিত। মূল উপজীব্য—'তাকে জিতিয়ে দিও আমার হয়ে।' এই জিগীষ... মেয়ের বেঁচে ওঠার জিয়ন-কাঠি হয়ে উঠেছে।

Scanned by CamScanner